বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

বখশিবাজার, ঢাকা।

website : www.bmeb.gov.bd

শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের জন্য অনুসরণীয় কিছু পরামর্শ

ভালো ফলাফলের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন Lesson plan প্রণয়ন ও তা অনুসরণ। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে বছরের শুরু তথা জানুয়ারি মাস হতে বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত সকাল বিকাল নিয়মিত দৈনন্দিন রুটিনমাফিক পড়াশুনা করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের আবশ্যকীয় পাঠের প্রস্তুতির সাথে সাথে পাঠ্যসূচীর প্রত্যেকটি বিষয়কে সাপ্তাহিক রুটিনের মধ্যে গুরুত্বানুসারে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। এক ক্লাসের দুর্বোধ্য বিষয় পরবর্তী ক্লাসের প্রশ্নোত্তর সেশনে অংশ নিয়ে বুঝে নিতে হবে। এতে পাঠ্যসূচীর প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা স্বচ্ছ থাকবে। কোন একটি বিষয় শুধুমাত্র মুখস্থ না করে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝে memory-তে ধারণ করতে হবে। একই সাথে মন-মগজে ধারণকৃত এই বিষয়টি লিখে পাঠ চূড়ান্ত করতে হবে। এভাবে পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন অব্যাহত রাখলে একজন শিক্ষার্থী অবশ্যই প্রত্যেকটি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন করবে ও ফলাফল ভালো করবে।

অবস্থান, পরিবেশ, পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মেধা ও প্রস্তুতি ভেদে পরীক্ষার্থীদের নানাবিধ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। যেমন কেন্দ্র হতে দূরবর্তী পরীক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা, যাতায়াত, আর্থিক সংকট, পরীক্ষার হলে আসন বিন্যাস, অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস, পরীক্ষা ভীতি, কোথাও কোথাও প্রবেশপত্র সংগ্রহ এমনকি রেজিস্ট্রেশনে বিষয় বিভ্রাট ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার মোকাবেলা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের করতে হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধান, অভিভাবক ও পরীক্ষার্থী সময়মত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সকল সমস্যার সহজ সমাধান করা সম্ভব হবে। এ-প্লাস পেতে, সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো করতে ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ভালো নম্বর পেতে টেক্সট বুক পুরোপুরি বারবার অধ্যয়ন করে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে হবে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে চারটি স্কিল বা দক্ষতার বিষয়ে প্রত্যেকের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। প্রশ্নে প্রদত্ত 'উদ্দীপক' বা 'স্টাম্প' মনোযোগ দিয়ে যত্নসহকারে বারবার পড়তে হবে এবং এভাবেই চারটি স্কীল কে address করে যথাযথ উত্তর দেয়া সহজ হবে। মনে রাখতে হবে, বারবার টেক্সট বই পড়ার কোন বিকল্প নেই।

বোর্ড কতৃক প্রদত্ত রুটিন ভালো করে দেখতে হবে। পরীক্ষা সকালে না বিকালে তাও ভালো করে দেখে নিবে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল করে বিপদগ্রস্ত হয়। টেক্সট বই বিস্তারিত অধ্যয়ন করে বিষয়বস্তুর ব্যাপক ধারণা অর্জন করলেও পরীক্ষার পূর্বে সকল পরীক্ষার্থী তার পরীক্ষার বিষয় রিভাইজ দেয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদেরকে priority নির্ধারণ করে বিষয়বস্তুকে তিনটি পর্যায়ভুক্ত করতে পরামর্শ দেব। Top priority, Moderate & Normal. এতে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ থাকে এবং ভালো নম্বর পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

বখশিবাজার, ঢাকা।

website : www.bmeb.gov.bd

যেহেতু পরীক্ষার সময়সূচী প্রয়োজনীয় বিরতি রেখে প্রণীত সেহেতু পরীক্ষার পূর্ব রাত্রে শিক্ষার্থীদের নির্ঘুম না থেকে ১০/১১ টায় ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঘুমানোর পূর্বে স্বচ্ছ ফোল্ডারে এডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কলম, পেন্সিল, সার্ফনার, স্কেল, ইরেজার, ক্যালকুলেটর, ও অন্যান ইনস্ট্রুমেন্ট গুছিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কিছুর একটি তালিকা করে রাখা যেতে পারে- যার সাথে প্রত্যেকটি আইটেম একবার মিলিয়ে নিলেই হবে।

পরীক্ষার হলে শুরুতেই উত্তরপত্র মার্জিন করে নিতে হবে- কোন অবস্থাতেই OMR-এ ভাঁজ পড়বে না। ধীরস্থিরভাবে নির্ধারিত স্থানে রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড, পরীক্ষা কোড, সেট-কোড, নিজের বোর্ডের নাম-এর বৃত্ত প্রথমে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে সঠিকতা নিশ্চিত হয়ে পরে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করে নেবে।

অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করব– আপনার সন্তানের প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশনে কোন ভুল আছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন। এরা কোন সমস্যা অনুভব করে কিনা সে বিষয়ে নজর রাখবেন। পরীক্ষার পূর্বের রাতে বেশি জাগতে দেবেন না। যে বিষয়ে পরীক্ষা হয়ে যাবে ঐ বিষয়ের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে দেবেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বেশি যত্নবান হবেন। সারাক্ষণ উৎসাহ দেবেন। বিগত পরীক্ষায় সামান্য ত্রুটির জন্য মন খারাপ করতে দেবেন না। অন্তত পরীক্ষা চলাকালীন ১ মাস বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা বা ঘোরাফেরা করতে বারণ করবেন। দয়া করে ঘরের ডিস লাইন পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোন ব্যবহারে সংযত হতে পরামর্শ দেবেন।

প্রফেসর মোঃ ইউসুফ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।